কানেকশন

ডিসেম্বর ২০২১

প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

মোবাইল সেবার মান
ধারণা, বাস্তবতা ও করণীয়

বিটিআরসি চেয়ারম্যান
শ্যাম সুন্দর সিকদারের
সাক্ষাৎকার

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

কানেকশন

প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

AMTOB Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

নিউজলেটার বর্ষ-০৮, সংখ্যা-৪

>> সূচীপত্র

০৩ প্রসঙ্গ: মোবাইল সেবার মান ধারণা, বাস্তবতা ও করণীয়

০৭ বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সাক্ষাৎকার

১০ বাংলাদেশে সময়ের সাথে গ্রাহকদের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে : এরিক অস, সিইও, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

১২ আমাদের ও উন্নত দেশের মোবাইল সেবাদাতারা একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে : ঝাং ঝেংজুন, সিইও, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড

১৩ জিএসএমএ জেন্ডার ব্যবধান প্রতিবেদন

১৫ এমটব-এর নতুন সভাপতি বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস

১৬ সদস্যদের কার্যক্রম

>> সম্পাদনা পরিষদ

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

হোসেন সাদাত
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), গ্রামীণফোন

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনূর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অব কমিউনিকেশন, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

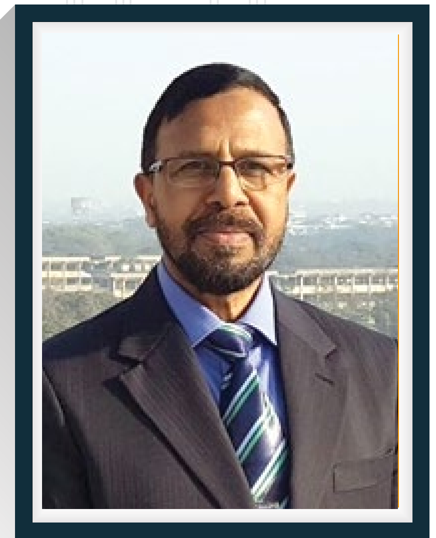

বিগত দেড় বছর ধরে দেশব্যাপি মানুষ সত্যিই এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে গত কয়েক মাসে কোভিড-১৯ সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় মানব জীবনের দুঃসহ সঙ্কট কাটতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহামারীকালে যে সমস্ত তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গ মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বর্তমানে সারা দেশে সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে এবং আমরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করেছি। তবে, যেহেতু এই রোগ বেশ কয়েকটি দেশে দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে, যে কোনও সময় এই পরিস্থিতির আবারও অবনতি হতে পারে।

আমরা সকলেই জানি যে, কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় মোবাইল পরিষেবাগুলো, যেমন ভয়েস এবং ইন্টারনেট, আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় একত্রিত হয়েছিল, যা নেটওয়ার্কে অনেক চাপ সৃষ্টি করে। তারপরও মানুষের জীবনযাত্রা সচল ও স্বাভাবিক রাখার জন্য মোবাইল অপারেটরেরা সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

এই সংখ্যায় আমরা মোবাইল সেবার মানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যাতে নীতি নির্ধারক এবং মোবাইল গ্রাহকেরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন। প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের পাশাপাশি বিটিআরসি প্রধানের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য নিয়মিত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

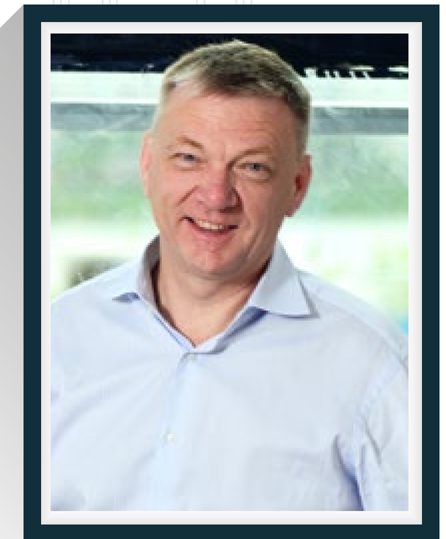

টেলিকম খাত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই খাত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন অঞ্চলে সফরের সময় আমি সর্বত্রই দ্রুত উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশনের স্পষ্ট লক্ষণ দেখেছি। এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন রাজধানী-কেন্দ্রিক কোনো বিষয় নয়, বরং এটি দেশব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া।

প্রযুক্তিক্ষেত্রের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে আমরা দেশের উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে চাই। ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে টেলিকম খাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সিএসআর কার্যক্রমে আরও বেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছি।

সম্প্রতি টেলিটকের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ফাইভজি-এর যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এটি টেলিকম খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, যা থেকে বোঝা যায় কিভাবে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে এই খাত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। ফাইভজি-কে কেন্দ্র করে এখন একটি কার্যকর অবকাঠামো তৈরি করার পাশাপাশি এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ এর সুফল পেতে পারে।

এরিক অস
প্রেসিডেন্ট, এমটব

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

>> এমটব বোর্ড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

এম রিয়াজ রাশিদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এবং
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মোঃ সাহাব উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব
এমটব

>> এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

প্রসঙ্গঃ মোবাইল সেবার মান

ধারণা, বাস্তবতা ও করণীয়

দিন যত গড়াচ্ছে প্রাত্যহিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ তত বেশি তারহীন বা ওয়্যারলেস প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে মোবাইল ডিভাইস হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় সহায়ক। মোবাইলফোনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের একজন নাগরিক যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে বাংলাদেশ বা এ ধরনের দেশের নাগরিকও একই প্রযুক্তির সুফল পায়। তবে সকল ধরনের প্রযুক্তিগত সেবার ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ক্লেশ থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশে মোবাইল সেবায় নানারকম অভিযোগের মধ্যে সেবার মান নিয়ে অনেকেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কি কারণে এ ধরনের অসন্তুষ্টি দেখা দেয় সেসব নিয়ে এই প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করব।

আমাদের হাতে যখন প্রথম কম্পিউটার আসে সে সময়ের কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে! কয়েক লাইন লিখে সেভ দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হতো, আবার লেখা এবং সেভ করা; এভাবেই চলতো। তাতে দুনিয়া থেমে থাকেনি। কম্পিউটার যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে নতুন নতুন পণ্য উপহার দিয়েছে আমাদের। ২০ বছর আগের আর ২০ বছর পরের পণ্যের কাজের ক্ষমতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। মোবাইলফোনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। একটা সময় ছিল যখন আমরা খুব বেশি সংখ্যক মোবাইল নাম্বার সেভ করতে পারতাম না হ্যান্ডসেটে। আর এখন নাম্বারের সংখ্যা নিয়ে ভাবতে হয় না - ক্লাউডে গিয়ে জমা হয় সব নাম্বার।

যে কোনো প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটে মানুষের চাহিদা থেকে। আরও উৎকৃষ্ট মানের পণ্যের অভিজ্ঞতা পেতে চান এর ব্যবহারকারীরা। সেই অনুযায়ী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা সেবাদাতারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান। এভাবেই আমরা আগাতে থাকি। এখনকার একেকটি স্মার্টফোন ২০ বছর আগের একটি কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন। গতি কি শুধু পণ্যে এসেছে? পরম্পরাগতভাবে আমরা মোবাইল ইন্টারনেটে জিপিআরএস, এজ, থ্রি-জি, ফোর-জি এবং হাল আমলে ফাইভ-জি পাচ্ছি। সময়ের সাথে সাথে তারহীন প্রযুক্তির গতি বাড়ছে। বাড়ছে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা - আরও বেশি গতি, দক্ষতা, ইত্যাদি।

তবে ইন্টারনেটের গতি বাড়ানোর জন্য সারা দুনিয়ার মোবাইল সেবাদাতাদের মতো আমাদের দেশের অপারেটরগুলোও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে তরঙ্গ বরাদ্দ নেন রাষ্ট্রের কাছে থেকে। বিশ্বমানের সেবা পৌঁছে দেন তাদের গ্রাহকদের কাছে। কিন্তু শুধু নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করলেই হয় না, এর সঙ্গে আনুসাঙ্গিক আরও অনেক ব্যাপার জড়িত।

> আমরা মোবাইল ইন্টারনেটে জিপিআরএস, এজ, থ্রি-জি, ফোর-জি এবং হাল আমলে ফাইভ-জি পাচ্ছি। সময়ের সাথে সাথে তারহীন প্রযুক্তির গতি বাড়ছে। বাড়ছে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা - আরও বেশি গতি, দক্ষতা ইত্যাদি।

মোবাইল হ্যান্ডসেটের মানের কারণে

ভিন্ন ভিন্ন মানের দুইটি মোবাইল হ্যান্ডসেট একই এলাকায় একই নেটওয়ার্কে দুই রকম মানের অভিজ্ঞতা দিতে পারে। উচ্চমূল্যের তথা উচ্চপ্রযুক্তির হ্যান্ডসেটে অনেক ভালো গতির সেবা পাওয়া সম্ভব। এমনকী হ্যান্ডসেটের চার্জ কমে গেলেও সেবার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ভালো মানের মোবাইল ফোন যারা ব্যবহার করেন তারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মানের সেবা পেয়ে থাকেন।

ব্যালান্স শেষ হয়ে গেলে

প্রিপেইড কানেকশনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহারের সময় ব্যালান্স শূন্য হয়ে গেলে কল ড্রপ হয় বা কানেকশন কেটে যায়। ফোনের লাইন কেটে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেওয়া দরকার যে তা ব্যলান্সের কারণে হলো কি না।

অনেক বেশি লাইসেন্সি

দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোনো গাড়ি সরাসরি চালিয়ে গেলে যত সময় প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হবে যদি গাড়িটি বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে চলে কিংবা যাত্রীদের বার বার যদি গাড়ি পরিবর্তন করতে হয়। ইন্টারনেট কিংবা কলের ক্ষেত্রেও তেমন হতে পারে। একাধিক লাইসেন্সির হাত ধরে পরিসেবাটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে বলে প্রতি ক্ষেত্রেই মানে কোনো না কোনো প্রভাব পড়ে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে তথ্য সাবমেরিন কেবল ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে এনটিটিএন হয়ে মোবাইল অপারেটর হয়ে তারপরে তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে। এতে মানে কিছুটা প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোনো একটি ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি থাকলে তো কথাই নেই!

তরঙ্গে ঘাটতি হলে

আমাদের মতো দেশে প্রতি মোবাইল অপারেটরের কাছে সাধারণত ৮০ থেকে ১০০ মেগাহারজ স্পেকট্রাম বা বেতার তরঙ্গ থাকলে মান সম্মত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের অপারেটরদের কাছে বেতার তরঙ্গ রয়েছে অনেক কম। এদিকে স্পেকট্রামের বরাদ্দ মূল্যও অনেক বেশি আমাদের এখানে। সম আয়ের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশেই স্পেকট্রামের দাম দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি। যৌক্তিক মূল্যে আরও বেশি পরিমাণ স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেওয়া হলে মোবাইল সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

> “কোভিড-১৯ এর কারণে দেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মানুষের স্থানান্তর ঘটে এবং বেশিরভাগ টাওয়ার কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকতে পারে টেলিযোগাযোগের মানে।”

ব্লাইন্ড স্পট বা পকেট

মোবাইল নেটওয়ার্ক জালের মতো ছড়িয়ে থাকলেও কোনো কোনো সময় কিছু ব্লাইন্ড স্পট বা পকেট সৃষ্টি হতে পারে। কোনো বড় স্থাপনার কারণে কিংবা রাস্তার কারণে এমন পকেট সৃষ্টি হতে পারে। ওই ব্লাইন্ড স্পট অতিক্রমকালে স্বভাবতই কল ড্রপ বা ডাটার স্বাভাবিক গতি ব্যহত হয়। এদিকে দেশে বিভিন্ন স্থাপনা বিশেষকরে শহরাঞ্চলে এমন অপরিকল্পিত বা যত্রতত্রভাবে উঁচু ভবন নির্মাণ করা হয় যে নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় প্রকৌশলীদের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা চলন্ত অবস্থায়

কিছু কিছু বেতার তরঙ্গ অত্যন্ত নাজুক - প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাই নেটওয়ার্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টি হলে তার প্রভাব পড়ে নেটওয়ার্কের উপর। একইভাবে কেউ যখন লিফটে চড়েন তৎক্ষণাৎ নেটওয়ার্ক অকেজো হয়ে যায়। খুব দ্রুত গাড়ি চলার সময়েও এর প্রভাব পড়ে। তবে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার দেশব্যপী ড্রাইভ টেস্টে দেখা গেছে যে দেশের অপারেটরগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যেই সেবা প্রদান করে আসছে যদিও দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আন্তর্জাতিকের চেয়ে কঠোর। যেমন, আন্তর্জাতিকভাবে ৩% কল ড্রপকে সহনীয় ধরা হলেও বাংলাদেশে তা ২%।

জ্যামার, বুস্টার বা রিপিটারের ব্যবহার

বাংলাদেশে খুব সীমিত সংখ্যক জ্যামার বা বুস্টার আমদানীর অনুমোদন দেওয়া হয়ে - মূলত স্পর্শকাতর এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা করতে এটা দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে এ ধরনের যন্ত্রাংশ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ও অনেকেই তা ব্যবহার করে আসছেন। যেই এলাকায় নেটওয়ার্ক জ্যামার ব্যবহার করা হয় তার আশেপাশে ঠিকমত নেটওয়ার্ক পেতে সমস্যা হবে। এ ধরনের বুস্টার বা জ্যামার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবার সতর্ক হওয়া জরুরি।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে মোবাইল নেটওয়ার্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষকরে প্রান্তিক এলাকাগুলোতে সাধারণত এ ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মোবাইল টাওয়ার থেকে ব্যাটারি চুরি হয়ে যায়। তখন বিদ্যুৎ চলে গেলে ব্যাকআপ বা অন্য কোনোভাবে নেটওয়ার্ক চালানোর উপায় থাকে না।

ফাইবারের ব্যবহার

সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা মোবাইল টাওয়ারগুলো ফাইবার কেবলের মাধ্যমে যুক্ত থাকার কথা, যেন উচ্চ মানের ডাটা স্থানান্তর করা যায়। কিন্তু আমাদের এখানে খুব কম সংখ্যক টাওয়ার কেবলের মাধ্যমে যুক্ত। বাকিগুলো ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যুক্ত। এর প্রভাবে কল কিংবা ডাটা আদানপ্রদানের সময় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি সংস্কারের সময় ফাইবার কাটা পড়ে। ফলে ওই নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একই স্থানে একই সঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী

একই স্থানে যদি অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করেন তবে তার প্রভাব পড়তে পারে এর মানে। একটি স্থানে বা সাইটে যে সংখ্যক গ্রাহক বাস করেন দ্রুতই যদি সে সংখ্যা বেড়ে যায় তবে সেই স্থানে নতুন করে ক্যাপাসিটি উন্নয়ন করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম যেমন প্রয়োজন তেমন অবকাঠামোগত সুবিধাও দরকার যার অপ্রতুলতা বাংলাদেশে আছে। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে দেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর মানুষের স্থানন্তর ঘটে। এদিকে বেশিরভাগ টাওয়ার কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকতে পারে টেলিযোগাযোগের মানে। উৎসব পার্বণেও প্রচুর গ্রাহকের স্থানান্তর ঘটে থাকে।

আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল অপারেটরগণ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে

বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশে মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তি ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। দেশের সকল জনসাধারণের দোরগোড়ায় আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। তাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে থাকা জনগণও আজ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা সাশ্রয়ী মূল্যে উপভোগ করছে। সম্প্রতি বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার কানেকশনের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মোবাইল খাতের অবদান, সেবার মান, স্পেকট্রাম নিলাম ইত্যাদিসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে মোবাইল খাত প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন সেবার দ্বার উন্মোচন করে যাচ্ছে। বর্তমানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সিংহ ভাগ পূরণ হচ্ছে মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এই খাতে নিত্য নতুন পরিষেবা যুক্ত হয়ে একে একটি স্থায়ী, স্থিতিশীল এবং সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত করেছে। দেশে সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাতটিকে প্রতিযোগিতামূলক, গ্রাহক-বান্ধব, সর্বোপরি বিনিয়োগ-বান্ধব করতে বিটিআরসি থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা, নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি মোবাইল সার্ভিসের মান আরো ভালো করা আশু প্রয়োজন বলে মনে করেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান।

তিনি বলেন, সাশ্রয়ী রেটে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে বিটিআরসি বিভিন্ন সেবা যেমন: ভয়েস কলের ক্ষেত্রে কলরেটের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ধারণ করেছে এবং ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে দামের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ধারণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, "২০২২-২০২৩ সালের মধ্যে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যান্ডে ৪৫০ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হবে। মোবাইল কাভারেজ ও কোয়ালিটিতে কারিগরি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন সেবা সৃষ্টি, বাজার বিশ্লেষণ, চাহিদা এবং গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিআরসি হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তরঙ্গ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমাদের পরিকল্পনা হলো ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমরা ওই তরঙ্গ নিলামের কাজ সম্পন্ন করবো।"

ভবিষ্যতে তরঙ্গমূল্য যৌক্তিক হারে নামিয়ে আনার জন্য কী পরিকল্পনা আছে বিটিআরসির, জানতে চাইলে বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, 'বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রযোজ্য ভিত্তি মূল্য নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতামূলক নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। মোবাইল তরঙ্গের উপযোগিতা ও চাহিদার কারণে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য তরঙ্গ ব্যান্ড-এর চেয়ে মোবাইল ব্যান্ডের তরঙ্গের মূল্য অধিক হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে এবং সহজে মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল তরঙ্গের মূল্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিআরসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দেশে প্রায় এক লাখ কিলোমিটারেরও বেশি ফাইবার অপটিক কেবল আছে। মোবাইল অপারেটররা তার ব্যবহারও নানা কারণে করতে পারছে না যার প্রভাব সেবাদানের ক্ষেত্রে পড়ছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রথম শর্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি স্ব-নির্ভর বলিষ্ঠ নেটওয়ার্ক। আর এই নেটওয়ার্কের অন্যতম মৌলিক অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক। সরকার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ককে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে এনটিটিএন লাইসেন্স প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলা হেডকোয়ার্টারে অপটিক্যাল ফাইবার ইনফ্রাস্ট্রাকচার পৌঁছে গিয়েছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাথে এনটিটিএন অপারেটরদের পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে এনটিটিএন অপারেটরদেরও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। বিটিআরসি এই দুই অপারেটর গ্রুপের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় রক্ষার জন্য এবং পারস্পারিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে।

অদূর ভবিষ্যতে দেশে যখন ফাইভজি প্রযুক্তির সেবা চালু করা হবে তখন টাওয়ার এবং ফাইবার কেবলের প্রয়োজন হবে আরও বেশি। এই পুরো ব্যাপারটার সমন্বয়ের ব্যাপারে বিটিআরসি কী ভাবছে, জানতে চাইলে শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, ফাইভজি বর্তমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকতম সংস্করণ যেখানে সেবা গ্রহীতা উচ্চগতির ইন্টারনেটের পাশাপাশি খুবই লো ল্যাটেন্সি-এর সেবাসমূহ গ্রহণ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফাইভজি কার্যক্রম বাণিজ্যিকভাবে শুরু করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরদের প্রচুর পরিমাণে স্মল সেল রোলআউট করতে হবে। এক্ষেত্রে চারটি কোম্পানিকে ইতিমধ্যে টাওয়ার নির্মাণ ও শেয়ারিং-এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাইট রোলআউটের চাহিদা দ্রুততার সাথে ও সাশ্রয়ীভাবে নির্ধারণের জন্য

টাওয়ারকো অপারেটরদের মাধ্যমে সাইট শেয়ারিং নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে টাওয়ারকো অপারেটররা তাদের মালিকানাধীন সাইটসমূহ বিভিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাথে শেয়ারিং-এর মাধ্যমে দ্রুত রোলআউট নিশ্চত করছে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে দেশে ফাইভজি নেটওয়ার্ক বিস্তার দ্রুত হবে। এছাড়াও গ্রাহকদের উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক সুদৃঢ় করতে অপটিক্যাল ফাইবার ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য এনটিটিএন অপারেটরা প্রস্তুত আছে।

জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার আরও যোগ করেন, বিটিআরসি এনালিটিক্যাল জিআইএস ম্যাপ (Analytical GIS Map) প্রস্তুত করেছে যেখানে মোবাইল অপারটরদের বিটিএস, নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার এবং এনটিটিএন অপারেটরদের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন ভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। যেসব স্থানে এনটিটিএন অপারেটরদের ফাইবারের উপস্থিতি রয়েছে সেসব স্থানে মোবাইল বিটিএসসমূহে ধাপে ধাপে ফাইবারে স্থানান্তর করতে হবে। অপরদিকে, যে সকল স্থানে বিটিএসসমূহে এনটিটিএন অপারেটরের ফাইবার কানেক্টিভিটির উপস্থিতি নেই, সে সকল স্থানে এনটিটিএন এর ফাইবার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

ফোরজি নেটওয়ার্ক দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে সম্প্রতি আরও একটি নতুন এনটিটিএন অপারেটরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিটিআরসি ফাইভজি গাইডলাইন প্রণয়ন করছে যেখানে এ সকল বিষয়সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে থাকবে।

মোবাইলের সেবার মান নিয়ে নানা রকম অভিযোগ আছে। এসব নিরসনে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, জানতে চাইলে জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, 'মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা অপটিক্যাল ফাইবার, টাওয়ার, কমার্শিয়াল পাওয়ার, আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। নতুন তরঙ্গ, টাওয়ার শেয়ারিং-এর আওতায় প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন সাইট স্থাপন, অপটিক্যাল ফাইবার অবকাঠামোর বিস্তৃতি, ফোরজি উপযোগী ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেম উন্নতির লক্ষ্যে বিটিআরসির বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে সেবার মান আরো ভালো হবে আশা করা যায়।'

তিনি বলেন, আপনারা জানেন যে, মোবাইল এবং অন্যান্য সকল এএনএস অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত একটি সমন্বিত রেগুলেশন ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে। এই রেগুলেশন অনুযায়ী ডাটা থ্রুপুট, কলড্রপ এবং অন্যান্য কেপিআই-এর গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করা আছে। মোবাইল অপারেটরদের প্রদত্ত ভয়েস ও ডাটা সার্ভিসসমূহের ব্যাপারে কোয়ালিটি অব সার্ভিস রেগুলেশনের মানদন্ড এবং ড্রাইভ টেস্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে যেসব ক্ষেত্রে অপারেটররা কাঙ্খিত মান অর্জনে ব্যর্থ হয় সে সকল ক্ষেত্রে অপারেটরসমূহ বরাবরে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। চলমান এই কার্যক্রমের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, বলেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিটিআরসি অপারেটরদের কাছ থেকে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে। মাসিক প্রতিবেদনে অপারেটরদের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে বিটিআরসির কারিগরী দল অপারেটরদের স্থাপনা সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন করে সিস্টেম থেকে ডাটা সংগ্রহ করে থাকে।

> “মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা অপটিক্যাল ফাইবার, টাওয়ার, কমার্শিয়াল পাওয়ার, আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।”

মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান যাচাই করতে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২১ হতে দেশব্যাপী ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে ভয়েস এবং ডাটা সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়।

দেশের ৩০০টিরও বেশি উপজেলায় ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা শহর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১৮৪টি উপজেলায় ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য বিটিআরসি খুব শীঘ্রই টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সিস্টেম চালু করবে। তখন এই ব্যাপারে আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে।

“বাংলাদেশে সময়ের সাথে গ্রাহকদের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে”

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

টেলিকম খাত বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের ডিজিটালাইজেশন এবং এর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমটব প্রেসিডেন্ট এবং বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস টেলিকম খাতে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চান যা এর ক্রমবিকাশে সহায়ক হবে। সম্প্রতি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি কানেকশনকে এসব কথা জানান।

এমটব-এর সভাপতি হিসেবে আপনি সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন?

টেলিকম খাত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের ডিজিটালাইজেশন এবং এর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমটব সভাপতি হিসেবে আমি এই খাতে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যা এই খাতের বিকাশে সহায়ক হবে। দেশের জনসাধারণের জন্য আরও উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে চাই আমরা। সামনের বছরগুলি টেলিকম খাত ও সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ আগামীতে আরও উন্নত প্রযুক্তি দেশের ডিজিটাল অবকাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। ভবিষ্যতের সুযোগ ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে আমরা ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রেখে যেতে পারি।

বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ফাইভজি চালু হয়েছে। তবে দেশে এখন স্মার্টফোনের ব্যবহারের হার ৫০% এবং ফোরজি উপযোগী হ্যান্ডসেট ২৫%। এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আমার ধারণা, শিল্পখাতে ফাইভজি-এর চাহিদা বেশি সৃষ্টি হবে এবং জনসাধারণের জন্য ফোরজি মূল প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই দেশে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ফাইভজি চালু করা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে চালু করা যেতে পারে। যখন আমি ফাইভজি-এর কথা ভাবি, তখন প্রথমেই যে জায়গাটির কথা আমার মনে আসে সেটি হলো চট্টগ্রাম বন্দর। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে সবসময়ই অনেক যান্ত্রিক ও সরবরাহের কার্যক্রম চলতে থাকে। ফাইভজি-চালিত অটোমেশন এই প্রক্রিয়াগুলি আরও সহজ করতে পারে। ফাইভজি থেকে উপকৃত হতে পারে এমন আরেকটি ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা খাত। রিমোট এবং রোবোটিক্স সার্জারির মতো উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি ভবিষ্যতে ফাইভজি-এর মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। তবে ফাইভজি নিকট ভবিষ্যতে সাধারণ গ্রাহকদের উপর তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না। ফাইভজি কেবল উচ্চগতির ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি নয়; এটি একটি ইকোসিস্টেম, যেটির জন্য অনেক বিষয়ে প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্তমানে ঢাকার বাইরে ফাইভজি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী তেমন নেই বললেই চলে। এমনকি ফাইভজি দেশব্যাপী চালু হলেও রাতারাতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বর্তমানে গ্রাহকরা ফোরজি থেকে যে ধরনের ইন্টারনেট গতি পাচ্ছেন তা তাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব, ফাইভজি নিয়ে চিন্তা করার আগে আমাদের ফোরজি-এর সামগ্রিক মান আরও উন্নত করার দিকে নজর দিতে হবে।

ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে আপনি কি ধরনের সহায়তা আশা করেন?

নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ টেলিকম খাতসংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বুঝতে হবে যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রযুক্তির সাথে সাথে বিবর্তিত হতে হবে। আমাদের এমন নীতিমালা প্রয়োজন, যা নতুন প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং সেই অনুযায়ী সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি স্পেকট্রামের মূল্য ও অপারেটরদের করের হার বেশি থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। নেটওয়ার্ক শেয়ারিং হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিবেচনার দাবি রাখে। টেলিকম অপারেটরদেরকে যদি সম্মিলিভাবে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সাশ্রয়ী উপায়ে উন্নত সেবা দেওয়া সহজ হবে। এছাড়া আমাদের কার্যক্রমের কিছু অংশ বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। যদি এই ধরনের বিধি-নিষেধগুলি শিথিল করা হয়, তাহলে আমরা নতুন উপায়ে কাজ করে এই খাতে আরও অবদান রাখতে পারব। টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছাড়াও আমাদের কার্যক্রম অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের আর্থিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া আমাদের পণ্য ও সেবার ডিজিটালাইজেশনের কারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও নতুন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ডিজিটাল ও ই-কমার্স বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে। আমরা আশা করব যে, তারা টেলিকম খাতের পরিবর্তন উপলব্ধি করবে এবং যেভাবে আমরা দুই দশক ধরে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছি তা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করবে।

> “আমাদের কার্যক্রমের কিছু অংশ বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। যদি এই ধরনের বিধি-নিষেধগুলি শিথিল করা হয়, তাহলে আমরা নতুন উপায়ে কাজ করে এই খাতে আরও অবদান রাখতে পারব।”

মোবাইল কোম্পানিগুলি বাংলাদেশী জনগণকে সেবা প্রদান শুরু করার পর থেকে দুই দশকেরও বেশি সময় চলে গেছে, এবং ভয়েস এবং ডেটার মাধ্যমে যোগাযোগের প্রাথমিক উৎস হয়ে উঠেছে মোবাইল সেবা। এই খাতের একজন নেতৃত্ব স্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশে গ্রাহকদের চাহিদার পরিবর্তনকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

বাংলাদেশে সময়ের সাথে সাথে গ্রাহকদের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি বেশি হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বেশিরভাগ গ্রাহক তাদের ফোন ব্যবহার করতেন শুধু কথা বলার জন্য। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর গ্রাহক মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করায় পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক গ্রাহক এখন তাদের জীবনধারা উন্নত করতে ডিজিটাল অভিজ্ঞতা চান। টেলিকম অপারেটর হিসেবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, আমাদের ডিজিটাল সেবার পরিসর আরও প্রসারিত করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যাতে আমাদের কাছ থেকেই তারা এই ধরনের সুবিধা পেতে পারেন। দেশের টেলিকম অপারেটররা এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যদি দেশের ডিজিটাল সেবার সার্বিক পরিস্থিতির দিকে তাকাই, তাহলে টেলিকম অপারেটরগুলিকে সামনের সারিতেই দেখতে পাবো। ইতোমধ্যেই বিনোদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গেমিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে লক্ষ্য করে আমরা অনেক ডিজিটাল সেবা চালু করেছি।

আমাদের ও উন্নত দেশের মোবাইল সেবাদাতারা একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে

ঝ্যাং ঝেংজুন, সিইও, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড

মোবাইল সেবার গুণগত মান (QoS) সম্পর্কে কথা বলা হলে প্রত্যাশা থাকে যে কোনো কল ড্রপ হবে না, নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হবে না কিংবা ইন্টারনেটে উচ্চগতি পাওয়া যাবে। এই প্রত্যাশা অমূলক নয়। কভারেজ, এক্সেসিবিলিট, শব্দের গুণগত মান, ইন্টারনেটের গতি ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সম্প্রতি হুয়াওয়ে টেকসোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঝ্যাং ঝেংজুন কানেকশনের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব নিয়ে আলোচনা করেন।

কীভাবে এসব মূল্যায়ন করা হয়, ঝাং ঝেংজুন বলেন, বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য তিনটি মূল পরিমাপক রয়েছে। প্রথমত, সাইটের মোট সংখ্যা; দ্বিতীয়ত, অপারেটরের জন্য প্রদত্ত স্পেকট্রাম বরাদ্দ, এবং তৃতীয়ত হল- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। এই তিনটি ম্যাট্রিক্স বিশ্লেষণ করাই মোবাইল কোম্পানিগুলোর সামগ্রিক অবস্থা নিরূপনের জন্য যথেষ্ট।

হুয়াওয়ে সিইও আরও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের উপর নির্ভর করে এদেশে টেলিযোগাযোগ শিল্প গত এক দশকে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৮,০০০ মোবাইল টাওয়ার রয়েছে, যা সব অপারেটররা মিলে স্থাপন করেছে। যাইহোক, যেহেতু প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক এবং উন্নয়নমূলক অবস্থান রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে একটি সূত্র আরোপ করা যেতে পারে প্রান্তিক-ব্যবহারকারীদের প্রাপ্ত সম্পদ = (সাইট এর সংখ্যা X বরাদ্দকৃত স্পেকট্রাম)/ব্যবহারকারীর সংখ্যা। এই সূত্রটি অপারেটর এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবহারকারীরা কী ধরনের গুণগত পরিষেবা পাচ্ছে তা আরও সহজ ও ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে। বাংলাদেশে প্রতি মেগাহার্টজ (MHz) স্পেকট্রাম প্রায় ১২ লক্ষ মোবাইল ফোন গ্রাহকের জন্য বরাদ্দ। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের (এমএনও) আরও বেশি স্পেকট্রাম বরাদ্দ দেওয়া হলে তাদের সেবা দানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। আমরা ২০২২ সালে আসন্ন স্পেকট্রাম নিলামের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

এখন, যদি আমরা সূত্রে ফিরে যাই তাহলে বিকল্প উপায়ের সন্ধান পেতে পারি। আমরা ব্যবহারকারীদের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংস্কারও করতে পারি। এটি একটি সময়োপযোগী প্রমাণিত কৌশল। নেটওয়ার্কে যত বেশি সাইট যুক্ত হবে সাইটপ্রতি ব্যবহারকারীর সংখ্যাও সেভাবে ভাগ হয়ে যাবে। ফলে সম্পদ বা সাইটের সংখ্যা একই থাকবে কিন্তু ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এটি একটি সহজ ও দ্রুততর পন্থা, কারণ স্পেকট্রাম বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে, যেখানে সামর্থ্যের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাইট বরাদ্দ করা যেতে পারে।

তৃতীয় ফ্যাক্টর হিসাবে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে, হুয়াওয়ে সিইও বলেন, স্পেকট্রাম আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার প্রযুক্তিগত সমাধান রয়েছে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও 4T4R ব্যবহার করা হচ্ছে এবং 8T8R প্রযুক্তির জন্য ব্যাপক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশ এলটিই-তে MIMO/8T8R-এর জন্য প্রস্তুত যা ফাইভজি সেবার জন্য অত্যাবশ্যক।

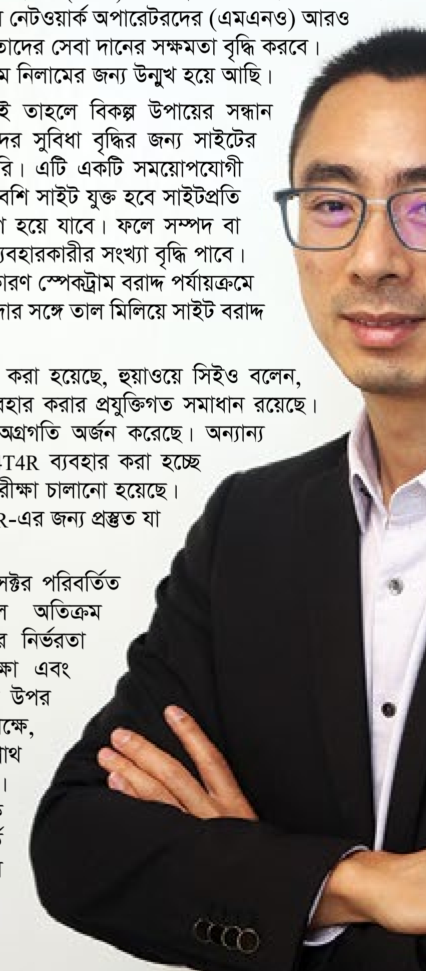

এটা সত্য যে আমাদের টেলিকম সেক্টর পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটি রূপান্তরকাল অতিক্রম করছে কারণ প্রযুক্তির উপর সবার নির্ভরতা বাড়ছে। এমনকি অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং চিকিৎসা খাতেও মোবাইল প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে, মোবাইল এবং ইন্টারনেট উন্নয়নের প্রাথমিক গতিপথকে পরিচালিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই মুহূর্তে দেশে ১০ কোটির বেশি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ব্যবহারকারী রয়েছে। শুধুমাত্র এমএফএস-এর মতো বিশেষ ব্যবহারই নয়, জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বিনোদন, ব্যবসা, ই-কমার্স, লজিস্টিকস- কি নেই এর মধ্যে। প্রতি ৪-৬ মাসে, প্রতিটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের মোট ডেটা ট্রাফিক দ্বিগুণ হচ্ছে এবং এই প্রবণতা ধীরে ধীরে দ্রুততর হচ্ছে।

সুতরাং, সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে, আমাদের মোবাইল এবং আইসিটি ব্যবহারকারীরা আরও বেশি নেটওয়ার্ক সুবিধার মধ্যে আসছে। তারা কানেক্টিভিটির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং সেই কারণেই তাদের নির্বিঘ্ন নেটওয়ার্কের চাহিদা তৈরি হয়েছে। দেশে স্পেকট্রাম রি-ফার্মিং এর জন্য প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা চালু করায় বিটিআরসি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য আরও বেশি স্পেকট্রাম বরাদ্দ করলে, কোম্পানিগুলো ক্রমাগত উন্নতি করবে। সুখবর হলো, এখন পর্যন্ত বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর এরই মধ্যে তাদের স্পেকট্রাম পুণঃসংস্থানের জন্য হুয়াওয়ের “CloudAir” সমাধান ব্যবহার করছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে পেরে আমি আনন্দিত যে, দেশের টেলিকম কোম্পানিগুলো একই ধরনের বৈশ্বিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, যা উন্নত দেশগুলোতে হুয়াওয়ের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে। গত ২৩ বছর ধরে, হুয়াওয়ে টেলিকম অপারেটরদের বিশ্বমানের একই প্রযুক্তি, পরিষেবা এবং সমাধান প্রদান করে আসছে। সুতরাং, উল্লিখিত দিকগুলি বিবেচনা করে এটি অনুধাবন করা যেতে পারে যে কম স্পেকট্রাম বরাদ্দ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই ক্ষমতা বাড়াতে আরও স্পেকট্রাম বরাদ্দ প্রয়োজন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ফোরজি কভারেজের জন্য খুবই ভালো কাজ করেছে, যেখানে জনগণ বেশ ভালোভাবে মনোনিবেশ করেছে। এবং যদি আমরা আরও বেশি বিটিএসর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যান্ডউইথের বিকাশ চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদের কোয়ালিটি অফ সার্ভিস (QoS) আরও ভাল এবং শক্তিশালী হবে। আরও আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশ সেবার মান উন্নত করার জন্য ক্রমাগতভাবে আরো উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন করছে। VoLTE এবং MIMO-এর মতো নতুন প্রযুক্তির ডিভাইস, যা ভয়েসের গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। ইতোমধ্যে, টেলিকম অপারেটররা যথাযথ আরওআই (ROI) নিশ্চিত করতে, হুয়াওয়ের ‘স্মার্টকেয়ার’ এর মতো প্রাসঙ্গিক বিপণন ব্যবস্থা ব্যবহার করছে, যা অপারেটরদের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে।

বিশেষভাবে, ডেটা ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে, বাংলাদেশের উচিত বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রবণতা যেমন এফডব্লিউএ (ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস), যা ইতোমধ্যে উন্নত দেশগুলো, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়া প্যাসিফিক দেশগুলো উচ্চ গতির ইন্টারনেটের মূলধারার সমাধান হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেদিকে যাওয়া। বাংলাদেশে আসন্ন ফাইভজি যুগে প্রবেশের প্রাক্কালে, ব্যবহারকারীদের আরও বেশি ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে এবং তারা ক্রমবর্ধমান হারে আরও বেশি ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবহার করবে। M2M এবং অটোমেশনের মাধ্যমে ব্যবসায় বিপ্লব ঘটলে শিল্পগুলোরও উচ্চ-ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, আমাদের প্রস্তুতি শুরু করার এটাই সঠিক সময়।

উপসংহারে বলা যায়, মোবাইল প্রযুক্তি যত বেশি বিকশিত হবে, তত দ্রুত আমরা বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়ন করতে পারব। এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে, বাংলাদেশ আরও স্পেকট্রাম বরাদ্দ করে চাহিদা অনুযায়ী আরও সাইট স্থাপন করে এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের উন্নত পরিষেবার জন্য অপটিমাইজিং প্রযুক্তি চালু করার মাধ্যমে সেবার মান বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

জিএসএমএ জেন্ডার ব্যবধান প্রতিবেদন

রেকর্ড সংখ্যক নারী মোবাইল সেবা ব্যবহার করার কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার বা লিঙ্গ ব্যবধান কমছে। জিএসএমএ মোবাইল লিঙ্গ ব্যবধান প্রতিবেদন ২০২১ অনুসারে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে নারীরা তাদের মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়িয়েছে এবং এক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছে। কারণ সামাজিক দূরত্বের বিধিনিষেধের ফলে ভিডিও কল, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার এবং অনলাইনে ভিডিও দেখা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা অনুসারে, প্রায় ৬২% মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নারী এই মহামারীর সময়ে মোবাইল ব্যবহার বাড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে নারী মোবাইল ফোনের মালিক যারা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিনামূল্যে ভিডিও দেখেন তাদের অনুপাত ২০২০ সাল পর্যন্ত ৯% থেকে বেড়ে ২০% হয়েছে।

জিএসএমএ ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আলজেরিয়া, কেনিয়া, মোজাম্বিক, নাইজেরিয়া এবং গুয়াতেমালাসহ দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার আটটি নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

যদিও মোবাইল ইন্টারনেট বাংলাদেশী নারীদের জন্য উপকারী, তবুও এটি বেশিরভাগ মানুষের নাগালের বাইরে। বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশে নতুন ব্যবহারকারীরা এটিকে এখনো খুব বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশী নারীদের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার আগের বছরের ১৬% থেকে মাত্র ৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ১৯% হয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ৩৩% পুরুষ মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যা উল্লেখযোগ্যভাবেই লিঙ্গ বিভাজন নির্দেশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোটামুটি ৪৭% বাংলাদেশী নারী মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতন, তবে তাদের মাত্র ৪% এটি ব্যবহার করে।

জিএসএমএ-এর মূল্যায়ন করা বেশিরভাগ দেশে, মোবাইল মালিকানায় লিঙ্গ বৈষম্য বয়সের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়, তবে ৫৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মোবাইল ফোনের মালিকানায় লিঙ্গ ব্যবধান ১৭%। ৫৫ বছরের বেশি বয়সী লোকেদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান দ্বিগুণেরও বেশি, ৪৬%।

মোবাইল মালিকানা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশভিত্তিক নারী-পুরুষের হার

(মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা হার)

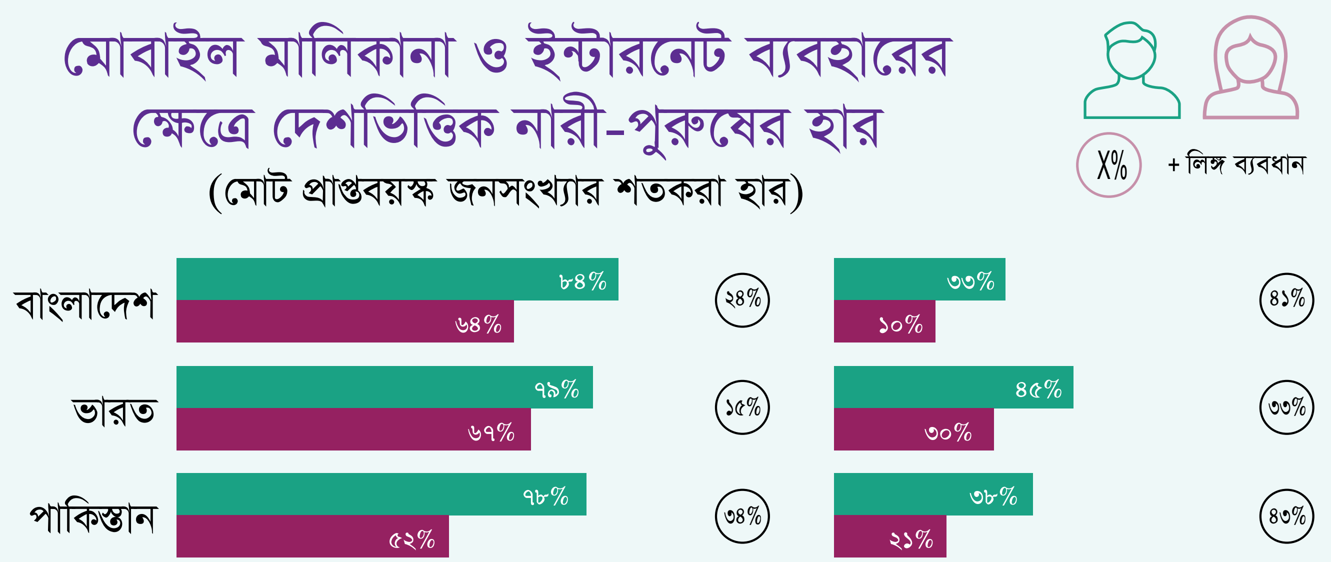

পুরুষ ও নারী মোবাইল মালিকদের মধ্যে সপ্তাহ প্রতি মোবাইল ব্যবহারের গড় সংখ্যা

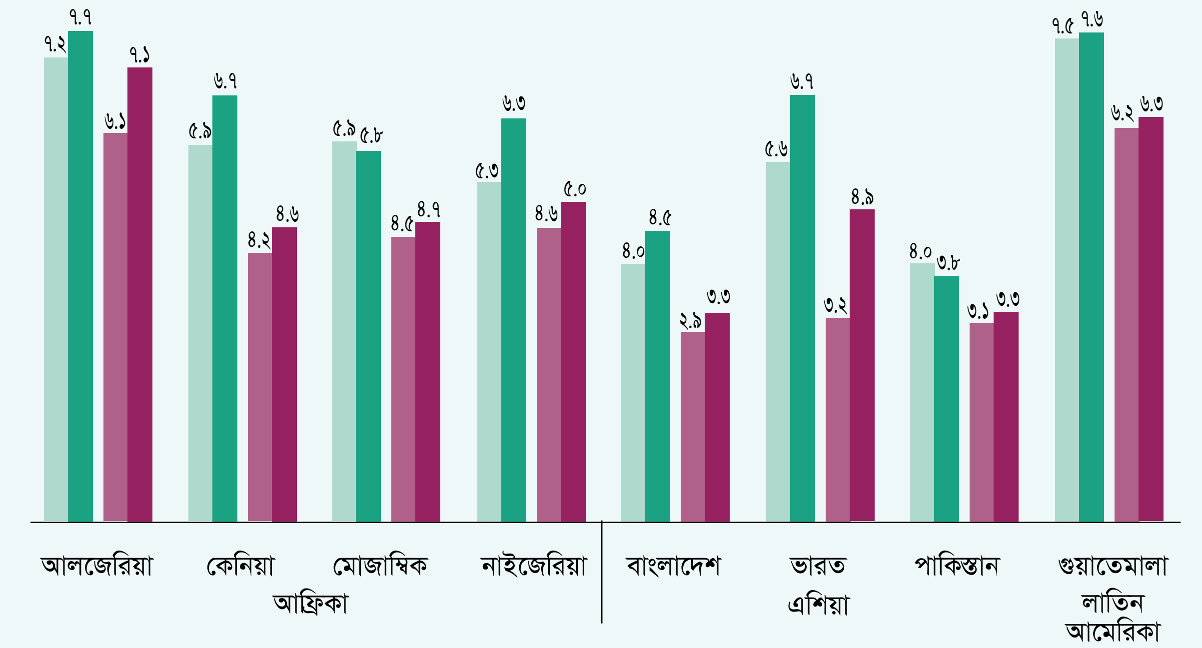

জরিপ বলছে, করোনা মহামারী নারীদের স্মার্টফোনের মালিকানা বাড়াতে পারেনি। ২০১৯ সালে মাত্র ২১% প্রাপ্তবয়স্ক নারী স্মার্টফোনের মালিক ছিলেন এবং এই সংখ্যা ২০২০ সালেও একই বলে আশা করা হচ্ছে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে স্মার্টফোনের মালিকানা ২০১৯ সালের ৩৬% থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৩৯% হয়েছে।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে নারীরা মোবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছে। এটি ২০১৭ সালের ৩৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২০ সালে সমস্ত ব্যবহারকারীর মধ্যে পুরুষের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫% হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ৫০% ছিল। ২০২০ সালে মাত্র ১৪ শতাংশ নারীর মোবাইল মানি অ্যাকাউন্ট ছিল, যেখানে ৪০ শতাংশ পুরুষের এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ছিল। এটি ভারত এবং পাকিস্তানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, কারণ ওই দেশ দুটিতে যথাক্রমে মাত্র ৪ এবং ৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ছিল।

স্মার্টফোন মালিকানা, ২০১৯-২০২০

(মোট প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা হার)

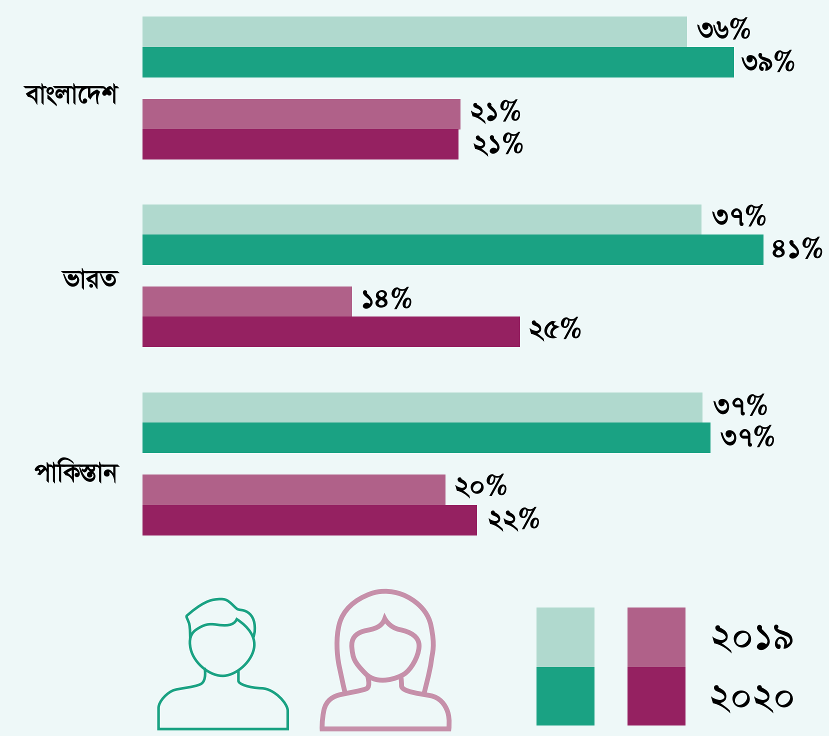

এমটব-এর নতুন সভাপতি বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অস

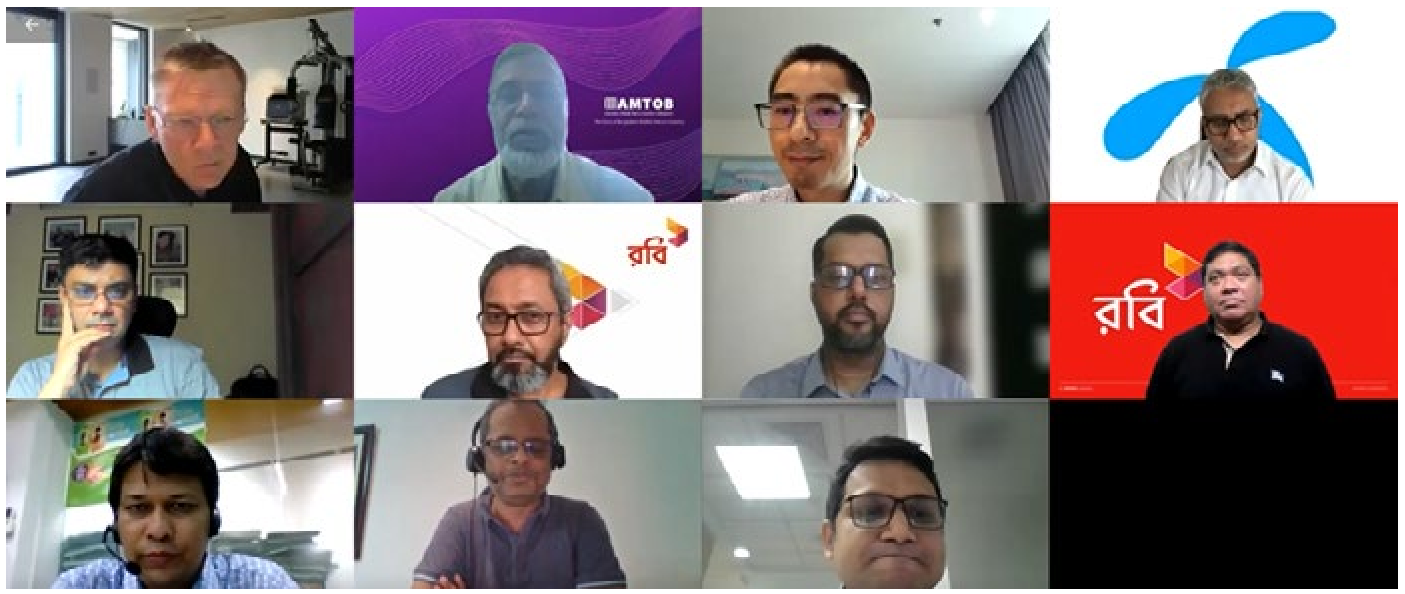

মোবাইল অপারেটর রবি থেকে বিদায়ী সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের ফলে নতুন সভাপতি হিসেবে বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অসকে নির্বাচিত করেছে এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব)। মাহতাব উদ্দিনের পরিবর্তে চলতি মেয়াদে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

গত ২৫ আগস্ট এক ভার্চুয়াল সভায় এমটব বোর্ড সদস্যরা রবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এম রিয়াজ রাশিদকে বোর্ডের পরিচালক হিসেবে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি মাহতাব উদ্দিন আহমেদকে ধন্যবাদ জানান।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

এমটব সভাপতি এরিক অস বলেন, "টেলিকম খাত দেশের সার্বিক অবকাঠামোর ডিজিটালাইজেশন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এমটব-এর পক্ষ থেকে আমরা টেলিকম খাত ও সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কাজ করে যাব। আমরা দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো, অর্থনীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করে এগিয়ে যেতে চাই।"

এমটব-এর সহ-সভাপতি ইয়াসির আজমান বলেন, "টেলিকমিউনিকেশন খাতের একটি সম্মিলিত কণ্ঠ হচ্ছে এমটব, যা এই খাতের বৃহত্তর স্বার্থ ও দেশের মানুষের ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, এই খাতের নিয়ন্ত্রকদের সাথে কাজ করে আমরা বিরাজমান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের এই যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখতে পারব।"

এমটব পরিচালক এম রিয়াজ রাশিদ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এরিক অসকে অভিনন্দন জানান। তিনি মনে করেন যে এই শিল্প দীর্ঘদিন ধরে কিছু নীতিগত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে যাতে এই খাতের টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের পথে অনুকূল পরিবর্তন আনতে এরিকের নেতৃত্বে এমটবের সঙ্গে সাথে কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন রিয়াজ।

বাংলালিংক সেনা কল্যাণ সংস্থা এবং বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে কোভিড-১৯ এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০,০০০ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়িতে চাল, ডাল, তেল, সেমাই, চিনি, লবণ, কাপড় ধোয়ার সাবান ও খাওয়ার স্যালাইন বিতরণ করেছে।

আইসিটি মন্ত্রণালয়, বিএইচটিপিএ এবং বাংলালিংকের সমন্বয়ে গঠিত বাংলালিংক আইটি ইনকিউবেটর, বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ খুঁজে বের করে সেগুলোকে সহযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বাংলালিংক ইনকিউবেটরের ফ্লোরে আইটি ইনকিউবেটরের দলগুলো নিয়ে একটি জমায়েত আয়োজন করে, যেখানে কোভিড-১৯ এর কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে স্টার্টআপ অর্থনীতির স্থায়িত্ব এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান এমপি, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে ১ নভেম্বর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশের যুব সমাজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং গ্রামীণফোন 'ভবিষ্যত জাতি' নামে একটি অ্যালায়েন্স প্রতিষ্ঠা করে। ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি এবং গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশীদারি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

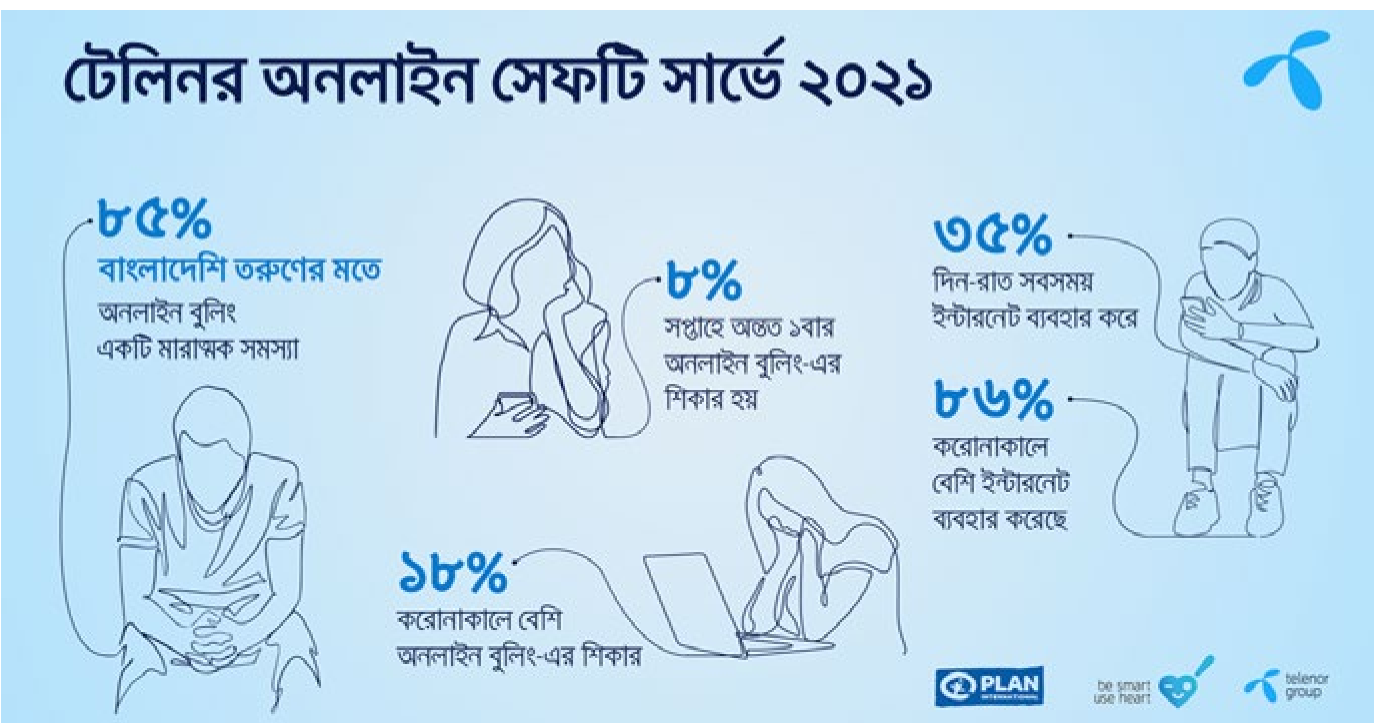

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় গ্রামীণফোন এবং টেলিনর গ্রুপ বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ড- চারটি দেশে কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার এবং অনলাইন বুলিংয়ের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে তার পটভূমি হিসেবে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত যুবকদের মধ্যে ২০২১ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে একটি সমীক্ষা চালায়।

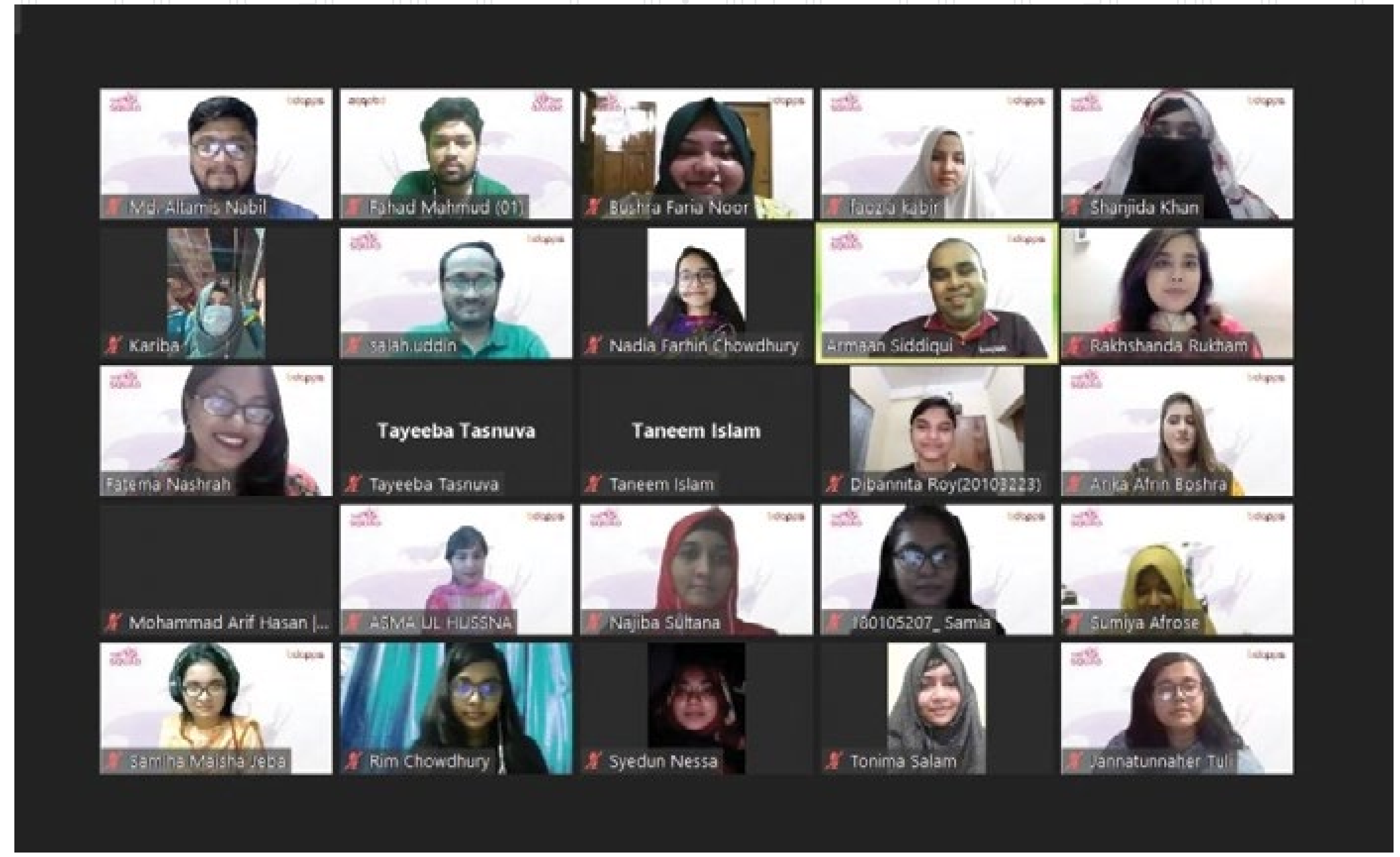

বিডিঅ্যাপস সি স্কোয়াড : ন্যাশনাল অ্যাপস্টোর, বিডিঅ্যাপস, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (BdOSN) এর সহযোগিতায় আইসিটি সেক্টরে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুবিধার্থে 'বিডিঅ্যাপস শি স্কোয়াড' নামে একটি নারী নেতৃত্ব তৈরির জন্য একটি উদ্যোগ চালু করেছে।

কোভিড মহামারী চলাকালীন অক্সিজেন সহায়তা :

সামাজিক কল্যাণ সংস্থা, সংযোগ এবং ফুটস্টেপসের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটর কোম্পানি রবি কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করেছে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারকে কমিশনের প্রধান হওয়ায় অভিনন্দন জানান।

সম্প্রতি টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ও বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে ভেল্যু এডেড সার্ভিস নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

সম্প্রতি এরিকসন তার কর্মীদের জন্য রাজধানীর একটি হাসপাতালের দুর্ঘটনা ও জরুরি সেবা বিশেষজ্ঞ ড. এম হাসান আন্দালিবের তত্ত্বাবধানে ফাস্ট এইড এবং বেসিক লাইফ সাপোর্টের উপর একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

‘Cultivating a Talent Ecosystem for Inclusive Digital Prosperity’ শীর্ষক এক সম্মেলনে হুয়াওয়ে ঘোষণা করেছে যে, এটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো, যেমন বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষ ডিজিটাল প্রতিভা অন্বেষণে সহায়তা করবে। ওই শীর্ষ সম্মেলনে তিনটি দেশের মন্ত্রী ও গবেষক, ইউনেস্কো এবং আইসিটি শিল্পের বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

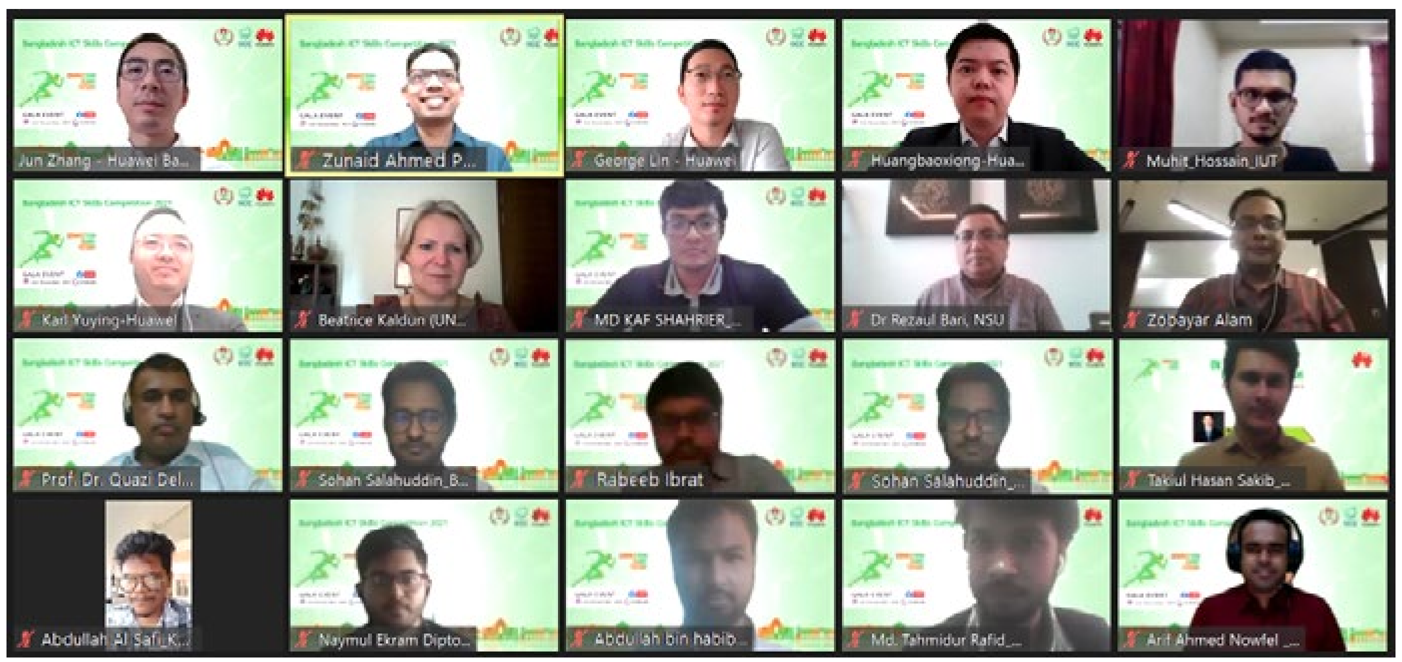

একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) সঙ্গে হুয়াওয়ের যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ আইসিটি স্কিলস কম্পিটিশন ২০২১’-এ এক হাজার অংশগ্রহণকারীর মধ্যে নয়জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হুয়াওয়ে বাংলাদেশের সিইও ঝাং ঝেংজুন জানান, ‘হুয়াওয়ে তরুণ জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের শক্তির উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পারে।’

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম এবং বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নবনিযুক্ত সচিব মোঃ খলিলুর রহমানকে স্বাগত জানান এমটবের মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)।

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম আয়োজিত এক ভার্চুয়াল পলিসি ডায়ালগ সেশনে গত ২৬ আগস্ট, ২০২১ এমটবের মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) কানেক্টিভিটি রেগুলেশন এবং ফাইভজি পর্যবেক্ষণের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত উদ্যোগ

দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটররা বর্তমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের সময় সরকার ঘোষিত জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিকম সেবা সরবরাহ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুঃসময়ে গ্রাহকদের কাছে টেলিকম সেবা সরবরাহ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে।

আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য প্রদান

ইন্টারনেট

ইন্টারনেটের দাম অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক নামিয়ে আনা হয়েছে

ডাটা প্যাকেজে বোনাস প্রদান করা হয়েছে

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

ডায়াল টোনের সঙ্গে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রদান

এস এম এস বেজড করোনা এলার্ট সার্ভিস

প্রযুক্তিগত সহায়তা

*এ আই (AI) ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে করোনা আপডেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

মোবাইলে কথা বলা

কল রেট হ্রাস ও কল ডিউরেশন বাড়ানো হয়েছে

যারা টপ-আপ করতে পারেনি তাদের ব্যালান্স ও ডাটা প্রদান ও একাউন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে

চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রফেশনাল পিপিই প্রদান

করোনা টেস্ট কিট প্রদান

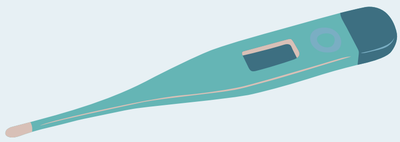

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ফ্রি সেবা

টোল-ফ্রি নাম্বার

ফ্রি এস এম এস

ফ্রি ডাক্তারি সেবা

চিকিৎসদের ফ্রি টক টাইম প্রদান

ফ্রি ই-লারনিং ও অনলাইন ক্লাস

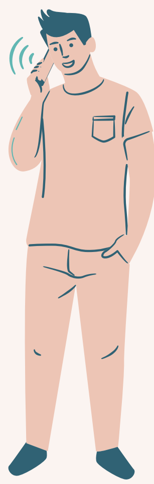

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা ঃ ওয়ালি সেন্টার, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : ০৯৬৩-৮০২৬৮৬২ ও ০২ ৯৮৫৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১,
ই-মেইল: **info@amtob.org.bd** ওয়েবসাইট : **www.amtob.org.bd**

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : **connexion@amtob.org.bd**

ডিজাইন ও কনসেপ্ট : মোস্তাফিজুর রহমান
ইনফোগ্রাফিক্স : হাসান তারিকুল ইসলাম